



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর  
বাংলাদেশ, ঢাকা  
[www.dshe.gov.bd](http://www.dshe.gov.bd)



স্মারক নং : ৭জি-৫৫৩(ক-৩)/০৬(অংশ-১)/ ২২০০ (৫)

তারিখ : ২৭ /০৮/২০২১ খ্রি.

বিষয় : ঢাকা জেলার মিরপুর কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: গোলাম ওয়াদুদেদে বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত, অনিয়ম ও অপকর্মের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বেতনভাতা স্থগিতকরণ(Stop Payment) প্রসঙ্গে।

সূত্র : (১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নম্বর : ০৩.৩৭.০০০০.০৭৪.৪৮.০০৩.২১-১০৪(৩); তারিখ : ০৩ জুন, ২০২১ খ্রি.  
(২) পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর : ৩৭.১৯.০০০০.০০৬.১৬.০২৮.২১.৩২ তারিখ : ৩০ জুন ২০২১  
(৩) স্মারক নম্বর : ৩৭.০০.০০০০.৬৯.০০১.২০২০(অংশ-২)-১১১ তারিখ : ৮ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

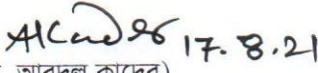
উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা জেলার মিরপুর কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: গোলাম ওয়াদুদ এর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত, অনিয়ম ও অপকর্মের অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় এমপিও বাতিলসহ স্টপ-পেমেন্টের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ৩ নং সূত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রমাণিত অভিযোগসমূহ নিম্নরূপ :  
(১) নিয়ম বহির্ভূতভাবে জনাব মো: গোলাম ওয়াদুদকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করার অভিযোগ প্রমাণিত। ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ এর প্রণীত মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত নীতিমালা বহির্ভূতভাবে প্রতিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় অধ্যক্ষের নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি;

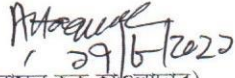
- (২) অধ্যক্ষের নিজের নামে ৩টি ফ্ল্যাট থাকার অভিযোগ প্রমাণিত।
- (৩) অধ্যক্ষের নামে ডাকঘর ও শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ থাকার অভিযোগ প্রমাণিত।
- (৪) কলেজ তহবিল থেকে অধ্যক্ষ নগদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেন। যা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য।
- (৫) কলেজ তহবিল থেকে অধ্যক্ষ নগদ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেন। যা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য।
- (৬) ২০১৮ সালে কলেজ তহবিলের ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা হিসাবরক্ষক লরেস পলাশের নিকট থেকে অধ্যক্ষ গ্রহণ করেন। যা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য।
- (৭) বিধি বহির্ভূতভাবে প্রদানকৃত পারিতোষিকের ১২,৩৩,৭৫০/- (বার লক্ষ তেরিশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা আদায়যোগ্য।
- (৮) নির্মাণখাতে ব্যয়িত ৬,৮০,০০০/- (ছয় লক্ষ আশি হাজার) টাকা ভাউচার গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় তা আত্মসাৎ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।
- (৯) নির্মাণ ও উন্নয়ন খাতে ৫৮,৩২,০৫৮/- (আটান্ন লক্ষ ত্রিশ হাজার আটান্ন) টাকা নির্মাণ ব্যয় ভাউচার অভিযোগ সম্পর্কে প্রামাণ্য রেকর্ডপত্র পাওয়া যায়নি।
- (১০) লিপি ফার্মিচার মার্কে ১৭,৪০,০০০/- (সতের লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বিলটি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়নি।
- (১১) দুইজন হিসাবরক্ষকের সম্মানী বাবদ প্রদানকৃত ১৬,০০০/- টাকা আদায়যোগ্য।
- (১২) টি-২০ বিশ্বকাপ এর ব্যয়ের ৭৩৭০ (সাত হাজার তিনশত সত্তর) টাকার ভাউচার নেই বিদায় আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য।
- (১৩) বিধি বহির্ভূতভাবে ১০,১৭,০৫০/- (দশ লক্ষ সতের হাজার পঞ্চাশ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- (১৪) কলেজ কর্তৃক দখলকৃত সরকারি স্থাপনায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি বিহীন ২,৯৬,৬১৫/- (দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শত পনের) টাকা ব্যয় গ্রহণযোগ্য নয়।
- (১৫) বিধি বহির্ভূতভাবে ১৯,৮০,০০০/- (উনিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকার ফার্মিচার তৈরীর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- (১৬) ১৫,০৪,০০০/- (পনের লক্ষ চার হাজার) টাকা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য।
- (১৭) শিক্ষা সফরে ব্যয়িত টাকার মধ্যে ৬,৪৫,২৫৫/- (ছয় লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য;
- (১৮) মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গি বিরোধী ৩১/০৩/২০১৮ তারিখে পথসভায় ব্যয়িত ১৮,৪৯,৩২০/- (আঠার লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত বিশ) টাকা গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা আত্মসাৎ এর সামিল।
- (১৯) শান্তি পতাকা বাবদ ব্যয়িত ১,৭৫,০০০/- (এক লক্ষ পচাত্তর হাজার) টাকা বিধি মোতাবেক ব্যয় করা হয়নি।
- (২০) কলেজ কর্তৃপক্ষের আয়োজনে ১৩/১/২০২০ বই বিতরণ সমাবেশে ব্যয়িত ৩,৯৪,৭২৫/- (তিন লক্ষ চুরানব্বই হাজার সাতশত পঁচিশ) টাকার ভাউচার সন্দেহজনক।
- (২১) প্রশংসাপত্র প্রদানকালে রশিদের মাধ্যমে টাকা আদায় করা হয় না এবং টাকা প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা হয় না।
- (২২) ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বই বিক্রি করা হয় ২৫/- টাকা করে। উক্ত টাকার রশিদ প্রদান করা হয় না।
- (২৩) কোচিং ফি এর টাকা রশিদ বিহীন আদায় করা হয়।
- (২৪) কলেজের আদায়কৃত টাকার মধ্যে সকল আয় ব্যাংকে জমা করা হয় না।
- (২৫) কলেজের ব্যয়িত ২৪,২৫,৯৩,৯৮৩/- (চব্বিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয়শত তিরিশ) টাকা হাতে নগদ রেখে ব্যয় করা হয়েছে।

*(Handwritten signatures)*

- (২৬) ক্যাশি বহির আয়ের সাথে আদায় রেজিস্টারে উল্লিখিত আয়ের মধ্যে ৫,৬৬,০৬,৩৫৭/- (পাঁচ কোটি ছিষটি হাজার তিনশত সাতান্ন) টাকার গরমিল রয়েছে।
- (২৭) জিবির শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য পদে ব্যালটে নির্বাচন করা হয় না।
- (২৮) শিক্ষার্থীদের পোষাক তৈরী বাবদ ৯,৯৩,৬০০/- (নয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত) টাকা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য।
- (২৯) শিক্ষক নিবন্ধন সনদ ব্যতিত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।
- (৩০) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়-ব্যয় গভর্নিং বডি'র সভায় অনুমোদন করা হয় না।
- (৩২) জুলাই ২০১৯ থেকে তদন্ত তারিখ পর্যন্ত কলামনার ক্যাশ বহিতে আয়-ব্যয় হিসাব এন্ট্রি করা হয় না।
- (৩৩) কলেজ উন্নয়নখাতে উপকমিটিকে সম্মানী বাবদ ১২,৩৩,৭৫০/- (বার লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে বয় করা হয়েছে।
- (৩৩) ভ্যাট বাবদ ৪৫,৪৮,২১৮/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুইশত আঠার) টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। তা তদন্ত তারিখ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- (৩৪) আয়কর বাবদ ১০,৯০,৫৭৬/- (দশ লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর) টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। যা তদন্ত তারিখ পর্যন্ত সরকারি কোষাগারে ফেরত দেয়া হয়নি।

এমতাবস্থায়, ঢাকা জেলার মিরপুর কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: গোলাম ওয়াদুদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ও অপকর্মের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বেতনভাতা স্থগিতকরণ (Stop Payment) করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

  
(মো. আবদুল কাদের)  
সহকারী পরিচালক(কলেজ-৩)  
ফোন নং ৯৫৫৬০৫৭

  
(মো: এনামুল হক হাওলাদার)  
উপপরিচালক(কলেজ-২)  
ফোন নং- ৯৫৫৭৬৯১

উপপরিচালক

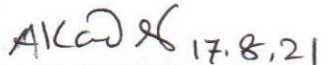
সাধারণ প্রশাসন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

বাংলাদেশ, ঢাকা।

বিতরণ(সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে) :

- (১) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
- (২) পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা;
- (৩) সভাপতি, গভর্নিং বডি, মিরপুর কলেজ, ঢাকা;
- (৪) জনাব মো: গোলাম ওয়াদুদ অধ্যক্ষ, মিরপুর কলেজ, ঢাকা;
- (৫) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা(আগস্ট, ২০২১ মাস থেকে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
- (৫) সংরক্ষণ নথি।

  
(মো. আবদুল কাদের)  
সহকারী পরিচালক(কলেজ-৩)  
ফোন নং ৯৫৫৬০৫৭